সমকাল

তারিখ ০৯ DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

স্কুলে যাচ্ছে চা শ্রমিক পরিবারের তিন কিশোরী ■ সমকাল

সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন চা শ্রমিকরা

■ চয়ন চৌধুরী, *সিলেট ব্যুরো*

সিলেট শহরতলির খাদিমপাড়ায় হজরত শাহজালাল (রহ.) ডিগ্রি কলেজে পড়েন সঞ্চারী নায়েক। বাবা মিরদ নায়েক কাজ করেন সিলেট সদর উপজেলার বুরজান চা বাগানে। সঞ্চারীরা চার ভাইবোন। অভাবের কারণে ভাইদের পড়াশোনা হয়নি; কিন্তু দুই বোন পড়ালেখা করছে।

সঞ্চারী জানায়, অনেক কষ্টে তাকে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে হচ্ছে। কারণ, বাগানে ট্রাক্টর চালিয়ে তার বাবা যা আয় করেন তাতে সংসার চলে না। পড়ার খরচ চালাতে তাই তাকে বাড়তি কাজ করতে হয়।

সঞ্চারীর মতোই কষ্ট করে লেখাপড়া করছে সীমা দাশ। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর বড় ভাই বিকাশ রঞ্জন দাশ তার লেখাপড়ার খরচ দিচ্ছেন। বিকাশ চা বাগানের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার আয়ে কোনোরকম সংসার চলে। বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

বুরজান চা বাগানের শ্রমিকরা জানান, সঞ্চারী-সীমা পারলেও অভাবের কারণে সেখানকার বেশিরভাগ শিশু প্রাথমিকের গণ্ডি পার হতে পারে না। সিলেট ইউনিভার্সিটি টি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু কুমী মনে করেন, চা শ্রমিকদের সন্তানরা আসলে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শহরের আশপাশের চা বাগানের শিশুরা লেখাপড়ার কিছু সুযোগ পেলেও প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলের শিশুরা একদমই সে সুযোগ পায় না। রাজু কুমী বলেন, 'শিক্ষা অর্জন চা শ্রমিকের সন্তানদের কাছে যেন যুদ্ধজয়।'

এই বাস্তবতায় সমাজের অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগামী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনায় চা বাগানগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছে ওয়াটার এইড বাংলাদেশ।

সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার সঞ্জয় মুখার্জি বলেন, 'শিক্ষা হতে হয় জীবনমুখী। আর তার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ।' এ ক্ষেত্রে শিশুদেরই দিতে হয় অগ্রাধিকার। যেখানে স্কুলভিত্তিক ধারাবাহিক শিক্ষার অভাব রয়েছে, সেখানে জীবনমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।'

'ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্স' (আইডিয়া)-এর সহায়তায় সিলেট সদর উপজেলার চা বাগানগুলোতে শিখন কেন্দ্র স্থাপন করেছে ওয়াটার এইড। সেখানে শিশু-কিশোরদের শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা এখানে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য-সচেতনতায় নিজের পরিবেশ সুন্দর রাখার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জানতে পারছে। সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য নিজের অধিকার সম্পর্কেও জানতে পারছে।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সিলেট ভ্যালির সভাপতি রাজু গোয়ালা বলেন, আর্থিক অনটনই তাদের সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে বড় বাধা। মূলত এ কারণেই প্রাথমিকের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

সন্তানকে স্কুলে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

গণ্ডি পেরোনোর পর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, সরকার বই দিলেও খাতা-কলম ও পোশাক কেনার সামর্থ্য অনেক চা শ্রমিকের নেই। আর বেসরকারি স্কুলে পড়াতে গেলে প্রত্যেক সন্তানের জন্য মাসে বেতন দিতে হয় ৩০০ টাকা। চা শ্রমিকদের পক্ষে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

সিলেট সদর উপজেলার টুকেরবাজারে চা শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করেন আইডিয়ার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার রোজিনা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আমরা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের মধ্যে লেখাপড়ার গুরুত্ব তুলে ধরছি। এতে ভালো ফলও মিলছে। কষ্ট হলেও অনেকে তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন।'